বিষয়বস্তুঃ নবীজির কর্মজীবন ও নুবুওয়াত

রবীউল আউয়াল মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(১৭ রবীউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরী, ১৪ অক্টোবর ২০২২)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ৬৯

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহতারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ রবীউল আউয়াল মাসের ১৭ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। আজ আমরা আলোচনা করব নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মজীবন ও নুবুওয়াত সম্পর্কে। মনে রাখবেন, এ মাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাস। কেননা এ মাসেই বিশ্বধরায় বিশ্বনবীর শুভাগমন ঘটেছিল। আবার এ মাসেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। যাকে মহান স্রষ্টা রহমাতুল্লিল আলামীন অর্থাৎ বিশ্ববাসীর

জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। যার জীবন চরিতের মধ্যে আছে মানবজাতির জন্য সর্বত্তম আদর্শ।

তাই আল্লাহ তায়ালা সূরা আহযাবের ২১ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"নিশ্চয় আল্লাহর রসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ আছে।"

আজ আমরা তাঁর কর্মজীবনের কিছু আদর্শ তুলে ধরব। আর সেই সাথে সাথে তিনি কীভাবে নুবুওয়াত লাভ করেছিলেন ? সে বিষয়েও কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! বিশ্বনবীর নুবুওয়াত লাভের পূর্বে তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে জানতে হলে, তৎকালীন যুগের পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু ইতিহাস জানা দরকার।

এ সম্পর্কে আমরা একটি হাদীস লক্ষ্য করিঃ মুসনাদে আহমাদের ১৭৪০ নম্বর হাদীসে উম্মে সালামাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে যে, মক্কায় নির্যাতনের কারণে মুসলমানরা যখন প্রথমবার হাবশায় হিজরত করেছিল,

তখন তাদের মধ্যে জা'ফর বিন আবী তালিব (রযি) হাবশার বাদশা নাজাশীর সামনে নিজেদের জাহিলী যুগের অবস্থা এবং মক্কার পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সুদীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি সেই ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেনঃ

"বাদশাহ সালামত ! আমরা জাহিল, মূর্খ জাতি ছিলাম। আমরা মূর্তিপূজা করতাম, মৃত প্রাণী খেতাম, যেনা-ব্যভিচার করতাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতাম, প্রতিবেশির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতাম এবং আমাদের মধ্য থেকে সবলরা দুর্বলদের প্রতি অবিচার করত। পরিশেষে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরই মধ্য থেকে এমন একজনকে রসূল অর্থাৎ শান্তির দুত বানিয়ে পাঠালেন, যার বংশ মর্যাদা, সততা, আমানাতদারী এবং সতীত্ব সম্পর্কে আমরা অবগত আছি।" এ হাদীস দ্বারা আমরা অতি সহজেই অনুমান করতে পারি যে, নবীজির নুবুওয়াত লাভের পূর্বে মক্কার পরিবেশ-পরিস্থিতি অত্যন্ত জঘন্য ছিল।

জেনে রাখা দরকার, অন্যায়-অনাচারে ভরা এমন সমাজের মধ্যে থেকেও তাজদারে মদীনা, সরকারে দোজাহাঁ

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মজীবন ছিল সকলের থেকে নিরালা। তাঁর আচার-ব্যবহার এবং আখলাক-চরিত্র ছিল সুমহান। তাঁর অনুপম আদর্শে মুগ্ধ হয়ে উঠেছিল সকল মখলূকাত। তিনি যেখানেই যেতেন গাছ-গাছালি এবং পাখ-পাখালিরা সাজদা করত। অনুরূপভাবে কঠিন রোদে আকাশের মেঘ তাঁকে ছায়া করত। আমরা সকলেই তাঁর নামে একবার প্রাণ ভরে পড়ি দরূদঃ

صلى الله عليه و سلم

"মহান আল্লাহ তাঁর উপর অনাবিল শান্তি বর্ষিত করুক।"

বিশ্বনবীর জীবিকা উপার্জনের মাধ্যমঃ

মুহতারম শ্রোতামণ্ডলী ! বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক আছে। আজ আমরা সর্বপ্রথম তাঁর জীবিকা উপার্জন সম্পর্কে আলোচনা করব। জেনে রাখা উচিত যে, প্রত্যেক নবী নিজ হাতে জীবিকা উপার্জন করেছেন। আমাদের নবীও এ সম্পর্কে ব্যতিক্রম নন। সীরাতের কিতাবগুলিতে নবীজির জীবিকা

উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে দু'টি জিনিসের উল্লেখ পাওয়া যায়। (১) মক্কাবাসীদের বকরী চরানো, (২) ব্যবসা-বাণিজ্য।

সহীহ বুখারীর ২২৬২ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম বলেছেনঃ

مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ

"আল্লাহ তায়ালা যত নবী পাঠিয়েছেন সকলেই বকরী চরিয়েছেন। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনিও ? নবীজী বললেনঃ হ্যাঁ, আমি কয়েক কীরাত মুদ্রার বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম।" এ হাদীসের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কিরামগণ বলেছেন যে, নবীজী যৌবন বয়সের পূর্ব পর্যন্ত ছাগল চরিয়েছেন। আর এই বকরী চরানোর উদ্দেশ্য ছিল, উম্মতকে পরিচালনা করার প্রশিক্ষণ অর্জন করা।

অতঃপর তিনি জীবিকা উপার্জনের দ্বিতীয় মাধ্যম হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ বেছে নিয়েছিলেন। মক্কার

বিভিন্ন বাজারে ব্যবসায়ী মাল পত্র নিয়ে যেতেন। আর বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তিনি মক্কার বাহিরে দু'টি সফর করেছিলেন।

'হারবুল ফিজার' নামক যুদ্ধে অংশগ্রহণঃ

সুধী ভাই সকল ! জাহিলী যুগে শিক্ষার অভাবে আরব দেশেতে প্রায় সময় যুদ্ধ লেগে যেত। কথায় কথায় সামান্য তুচ্ছ কারণে বছর কি বছর ধরে যুদ্ধ চলত। এমনই একটি যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল ঠিক সেই সময়, যে সময় নবীজির বয়স ছিল ১৪ কিংবা ১৫। ইতিহাসের পাতায় এ যুদ্ধটি 'হারবুল ফিজার' নামে প্রসিদ্ধ।

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ) আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবের ৩য় খণ্ডের ৪৫১ নম্বর পৃষ্ঠায় এ যুদ্ধের সুত্রপাত বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, কুরাইশ বংশের 'বনূ কিনানা' গোত্রের এক ব্যক্তি, 'বনূ কাইস' গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। যার ফলে উভয় গোত্রের মাঝে দীর্ঘ ৫ বছর ধরে যুদ্ধ চলে।

আল্লামা সুহাইলী (রহ) আর রওযুল উনুফ কিতাবের ১ম খণ্ডের ১২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই যুদ্ধে শুধুমাত্র আপন চাচাদের সঙ্গে শরীক হয়ে তাদের হাতে দু'একটি তীর তুলে দিয়েছিলেন। তিনি এ যুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ করেন নি।

হিলফুল ফুযূল সংগঠনে নবীজির অংশগ্রহণঃ

ঈমানদার ভাই সকল ! মনে রাখবেন, এই হারবুল ফিজার যুদ্ধে উভয় পক্ষের অসংখ্য নিরীহ মানুষ হত্যা হয়েছিল। যারফলে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই চিন্তিত ছিলেন। সর্বপ্রথম নবীজির চাচা যুবাইর বিন আব্দুল মুত্তালিব যুদ্ধ বন্ধের ডাক দিয়েছিলেন।

অবশেষে মক্কার বিখ্যাত দানশীল ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআ'নের বাড়িতে বিভিন্ন গোত্রের বলিষ্ঠ নেতারা একত্রিত হলেন এবং যুদ্ধ বন্ধ ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য 'হিলফুল ফুযূল' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠায় বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সে সময়ে নবীজির বয়স ছিল কুড়ি। ‘তবাকাতে ইবনে সা’দ’ কিতাবের ১ম খণ্ডের ১০৬ পৃষ্ঠায় এ বিষয়টি লেখা আছে।

মনে রাখবেন, হিলফুল ফুযূল সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল চারটিঃ (১) দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, (২) বহিরাগতদের জানমালের নিরাপত্তা দান করা, (৩) নিঃস্ব অসহায়দের সাহায্য প্রদান করা, (৪) দুর্বল জনগোষ্ঠীর উপর সবলদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। সীরাতে ইবনে হিশামের ১ম খণ্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠায় এ বিষয়টি বিস্তারিত লেখা আছে।

নবীজির আল-আমীন উপাধিঃ

মনে রাখবেন, সীরাতে ইবনে হিশামের ১ম খণ্ডের ২০৭ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা আছে, বাল্যকাল থেকেই মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সমাজের নিপিড়িত মানুষদের প্রতি সংবেদনশীল ছিলেন। ছোট বড় সকলের সাথে তিনি নম্রতা, বিনয়তার সাথে ব্যবহার করতেন। তিনি সর্বদা সত্য কথা বলতেন।

বিশেষ করে লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততার কারণে আরববাসীরা তাঁকে 'আল-আমীন' উপাধি দিয়েছিল। যার অর্থ হল, বিশ্বস্ত। এমনকি তিনি মুহাম্মাদ নামের পরিবর্তে আল-আমীন উপাধিতে বেশি পরিচিত ছিলেন।

নবীজির বিয়ে ও পারিবারিক জীবনঃ

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! এ পর্যন্ত আমরা বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা শুনলাম। এবার আমরা তাঁর বিয়ে ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথমেই বলে রাখি, যাদুল মাআ'দ কিতাবের ১ম খণ্ডের ১০৫ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বমোট ১১টি বিয়ে করেছিলেন। তাদের মধ্যে দু'জন স্ত্রী নবীজির জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেছিলেন। আর নবীজির ইন্তেকালের সময় ৯ জন স্ত্রী বেঁচে ছিলেন।

এখন প্রশ্ন হল, বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে এতগুলি বিয়ে কেন করেছিলেন ? মনে রাখবেন, বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে এতগুলি

বিয়ে কোন ভোগ-বিলাসিতার উদ্দেশ্যে করেন নি। বরং এর পিছনে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, যাতে করে বিভিন্ন গোত্রে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছান সুবিধা হয়। যদি বিলাসিতা উদ্দেশ্য হত, তাহলে কুমারী নারীদেরকে বিয়ে করতেন। অথচ যতগুলি বিয়ে করেছিলেন, তাদের মধ্যে শুধুমাত্র হযরত আইশা সিদ্দীকাহ (রযি) ছাড়া সকলেই বিধবা ছিলেন।

হযরত খাদীজাহ রযিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে বিবাহঃ

জেনে রাখা উচিৎ, নবীজির প্রথমা স্ত্রী হলেন, হযরত খাদীজাহ বিনতে খুয়াইলিদ (রযি)। হযরত খাদীজাহ মক্কার একজন সম্ভ্রান্ত বংশের ধনবতী রমণী ছিলেন। 'সীরাতে হাল্‌বিয়াহ' নামক কিতাবের ১ম খণ্ডের ১৩৭ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা আছে, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন ২৫ হল, তখন হযরত খাদীজাহ (রযি) নবীজির আমানাতদারী ও সততায় মুগ্ধ হয়ে নিজের সমস্ত মাল-সম্পদ ব্যবসার উদ্দেশ্যে তাঁর হাওয়ালা করে দিলেন এবং সাথে নিজের গোলাম মায়্‌সারাহকে দিয়ে শাম দেশে ব্যবসার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এটা ছিল নবীজির দ্বিতীয়

বাণিজ্যিক সফর। এ সফরে নবীজী প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছিলেন।

হযরত খাদীজাহ (রযি) বিশ্বনবীর মধ্যে এমন বরকত, সততা এবং আমানাতদারীর অনুপম আদর্শ দেখে তাঁর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। সে সময় হযরত খাদীজার বয়স ছিল ৪০, আর নবীজির বয়স ছিল ২৫। প্রস্তাব পাওয়ার পর বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের চাচা আবূ তালিবের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। চাচা আবূ তালিব সেই প্রস্তাবে রাযি হয়ে উভয়কে বিয়ে দিলেন। এটি ছিল বিশ্বনবীর প্রথম বিয়ে।

ক্বাবা ঘরের পুনর্নির্মাণ এবং নবীজির ফয়সালাঃ

সম্মানিত দ্বীনদার ভাই সকল ! এ কথা আমরা জানি যে, মক্কাবাসীরা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর বিশ্বস্ততা ও সততার কারণে আল-আমীন উপাধি দিয়েছিল এবং এ নামেই তাঁকে ডাকত।

সীরাতে মুস্তফা কিতাবের ১ম খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন

৩৫, তখন মক্কাবাসীরা ক্বাবা ঘরের পুনর্নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিল।

অতঃপর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যখন নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হল, তখন কাবাঘরের পবিত্র পাথর অর্থাৎ হাজারে আসওয়াদ কাবার দেওয়ালে রাখাকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ সৃষ্টি হল যে, কে ওই পবিত্র পাথরটিকে ক্বাবার দেওয়ালে রাখবে ? এ বিষয়ে চার পাঁচদিন যাবত মতবিরোধ চলতে থাকে, কোন ফয়সালা হল না।

অবশেষে সিদ্ধান্ত হল, যে ব্যক্তি আগামীকাল সকালে সর্বপ্রথম মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, সেই ব্যক্তি পবিত্র পাথর তুলে দেওয়ালে রাখবে। সকলে এ রায় মেনে নিল। অতঃপর পরেরদিন সকালে যখন হারাম শরীফে সকলে পৌঁছল, তখন তারা দেখল যে, নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্ব প্রথম হারাম শরীফে প্রবেশ করে বসে আছেন। বিশ্বনবীকে সকলে দেখে একবাক্যে বলে উঠলঃ هٰذَا مُحَمَّدٌ اَلْأَمِيْنُ رَضِيْنَا بِهِ ، هٰذَا مُحَمَّدٌ اَلْأَمِيْنُ

“এ তো আমাদের মুহাম্মাদ, আল-আমীন। আমরা সকলে সন্তুষ্ট। এ তো আমাদের মুহাম্মাদ, আল-আমীন।” এভাবে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের নিকটে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

নবীজির নুবুওয়াত লাভঃ

মুহতারম শ্রোতামণ্ডলী ! এ পর্যন্ত আমরা বিশ্বনবীর নুবুওয়াতের পূর্বের কর্মজীবন সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা শুনলাম। এবার আমরা নবীজির নুবুওয়াত লাভের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনে আজকের মতো আমাদের আলোচনা শেষ করব, ইনশা আল্লাহ।

মনে রাখবেন, মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নুবুওয়াত লাভের পূর্বে হেরা গুহায় গিয়ে একান্তে সাধনা করতেন। প্রথমে প্রথমে তিনি ভাল স্বপ্ন দেখতেন। যখন তাঁর বয়স চল্লিশ হল, তখন তিনি নুবুওয়াত লাভ করলেন।

এ সম্পর্কে আমরা সহীহ বুখারীর ৪৯৫৩ নম্বর হাদীসটি লক্ষ্য করব। হযরত আইশা সিদ্দীকাহ (রযি) বলেছেনঃ নুবুওয়াত লাভের পূর্বে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের নিকট ঘুমের অবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওহীর সূচনা হয়েছিল। ওই সময় তিনি যা স্বপ্ন দেখতেন, তা সকালের আলোর মত স্পষ্ট হত। অতঃপর তিনি নির্জনে একা থাকতে পছন্দ করতে লাগলেন। তিনি মাঝে মাঝে হেরা গুহায় চলে যেতেন। সেখানে গিয়ে ইবাদত করতেন। কয়েক রাত তিনি সেখানেই কাটাতেন। কয়েক দিনের খাদ্য সাথে নিয়ে যেতেন। (আবার কখনও কখনও তাঁর স্ত্রী খাদীজাহ (রযি) খাদ্য-পানি পৌঁছে দিতেন।)

অতঃপর একদিন যখন তিনি হেরা গুহাতে সাধনা করছিলেন, তখন ফেরেশতা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম (তাঁর কাছে ওহী নিয়ে) আসলেন। ফেরেশতা জিবরাঈল বললেনঃ اِقْرَأْ "পড়ো" (মনে রাখবেন, এটাই ইসলামের প্রথম আদেশ যে, পড়ো। এ দ্বারা ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব বুঝে আসে।) যাইহোক ফেরেশতা যখন বললেন- পড়ো, নবীজী তখন উত্তরে বললেনঃ مَا اَنَا بِقَارِئٍ "আমি পড়তে জানি না।" নবীজী বললেনঃ জিবরাঈল ফেরেশতা আমাকে বুকে ধরে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলেন, আর বললেনঃ اِقْرَأْ

“পড়ো”। নবীজী বললেনঃ আমি বললামঃ مَا اَنَا بِقَارِئٍ “আমি পড়তে জানি না।” এইভাবে তিনবার বুকে চাপ দিলেন। অতঃপর আমি পড়তে শুরু করলাম।

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

“পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।”

خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ

“সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।”

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ

“পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু।”

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

“যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।”

عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

“যিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে সেই জ্ঞান, যা সে জানত না।”

মনে রাখবেন, এই ৫টি আয়াত কুরআন করীমের সর্বপ্রথম ওহী। যা বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে হেরা গুহায় নাযিল হয়েছিল

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বিশ্বনবীর জীবনাদর্শকে অনুসরণ করে চলার তাওফীক দান করুন, আমিন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
(মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহুল্লাহ

নির্দেশনাঃ

আমাদের এ মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ একটি অরাজনৈতিক নিছক ধর্মীয় সংস্থা। এ দ্বারা ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান প্রচার করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। অতএব ধর্ম, দেশ ও সংবিধান বিরোধী কোন ব্যক্তি এর সদস্যপদ গ্রহণ করবেন না।